নির্বাচনের দিন ছাড়া গণভোট মানবে না বিএনপি: মির্জা ফখরুল

সংগৃহীত ছবি

নির্বাচনের দিন ছাড়া অন্য কোনো সময়ে গণভোট আয়োজনের সিদ্ধান্তকে অগ্রহণযোগ্য ও অগণতান্ত্রিক বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি স্পষ্টভাবে জানান, নির্বাচনের পূর্বে গণভোট আয়োজন সময়, অর্থ ও প্রশাসনিক প্রস্তুতির দিক থেকে অবাস্তব, অযৌক্তিক এবং অবিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত হবে।

বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) রাজধানীতে এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে ফখরুল বলেন, ঐকমত্য কমিশনের প্রস্তাবিত দফাগুলোর ওপর গণভোটের ঘোষণা দেওয়া হলেও, এতে অংশ নেওয়া রাজনৈতিক দলগুলোর মতামত, আপত্তি ও ভিন্নমতকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে। এতে বোঝা যায়, কমিশনের প্রস্তাব ও সুপারিশ একতরফাভাবে জাতির ওপর চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা চলছে। তাঁর ভাষায়, “দীর্ঘ এক বছর ধরে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনার নামে যে নাটক চলেছে, তা এখন প্রমাণিত—এটি ছিল এক প্রহসন ও জাতির সঙ্গে প্রতারণা।”

বিএনপি মহাসচিব আরও বলেন, জুলাই সনদের আইনি বৈধতা দেওয়ার ক্ষমতা বর্তমান সরকারের নেই। কমিশন রাজনৈতিক দলগুলোর গণতান্ত্রিক অধিকারকে উপেক্ষা করে এমন এক প্রস্তাব দিয়েছে, যা গণতন্ত্রের মৌল নীতির পরিপন্থি।

সংবিধান সংস্কারের প্রসঙ্গে ফখরুল বলেন, প্রস্তাবিত ধারায় বলা হয়েছে—প্রথম অধিবেশন শুরুর পর ২৭০ দিনের মধ্যে সংস্কার সম্পন্ন না হলে গণভোটে অনুমোদিত সংবিধান সংস্কার বিলটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংবিধানে যুক্ত হবে। তিনি এই প্রক্রিয়াকে “অযৌক্তিক, হাস্যকর ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত” বলে উল্লেখ করেন। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে, “সংবিধান সংশোধনের কোনো বিল সংসদে অনুমোদনের পর রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর ছাড়া আইনে পরিণত হতে পারে না। তাই স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংবিধানে অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব শুধু অবৈধই নয়, এটি সংসদীয় সার্বভৌমত্ব ও গণতান্ত্রিক নীতির চরম অবমাননা।”